VOLUME: 14 : 2025-2026

PHARMAG

BENGAL SCHOOL OF TECHNOLOGY

Delhi road, Sugandha, Hooghly-712102, West Bengal,

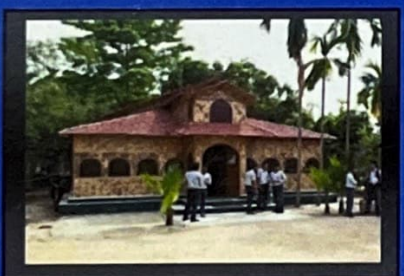

From the Managing Trustee

Supreme Educational Development & Charitable Organization

I am delighted to know that Bengal school of Technology, a College of Pharmacy in our fold, is coming out with the publication of a Scientific Magazine named "Pharmag" which I feel would be an immense help to the students of Pharmaceutical Technology and others concerned. I wish to convey my sincere appreciation for the hard works and support received from our students, faculty members, friends, writers and staffs for making the publication a grand success.

Wish you a very happy and prosperous year to all concerned.

Bijoy Guha Mallick
Krishna Chandra Mondal
Dilip kumar Mondal

Managing Trustee

From the Principal's Desk

I am immensely indebted to my colleagues and trustee board members for their co-operation in publishing the "**Pharmag**" Volume 14 in 5th September 2025.

The mission of the college is "Learn to live"- a dignified life by providing high quality technical education to contribute to the nation and the world at large with responsible, wise, passionate and efficient pharmaceutical professionals for the betterment of human beings. It's my privilege to have all the faculty members, non-teaching staffs, beloved hard-working students who were engaged in piling up properly and printing the "Pharmag" as we desired.

You the reader will agree with me that quest of truth is a never-ending process and I expect the optimistic impact of "PharmaTech" will never be fade away.

Thanking you and wish you for a better life ahead.

Dated, The 5th September 2025
Bengal School of Technology
Sugandha, Hooghly-712102
West Bengal, India

(Prof.) Dr. P Suresh
Principal

Contents

তুমি বৃষ্টিকে করো আপন	Utsav Das
লটারি	Arnab Roy Chowdhury
বসন্ত বদল	Anarul Mondal
Ami Meye	Pronomi Chowdhury
সহজ নয়	Dipan Paul
কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ ভ্রমণ	Sohan Ghosh
দুর্গাপূজা ও পুরানো কলকাতার প্রবাদ	Dipanjan Ghosh
In Silico Drug Design	Sarthak Chakraborty
আঁধারে ঢাকা সূর্য	Biswarup Ghosh
তবু চেয়ে থাকা।।।	Gourango Sundor Roy
ডায়েরী নং-৩১২	Soham Ghosh
Painting Section	by BST Students
Photography Section	by BST Students

তুমি বৃষ্টিকে করো আপন

আমি বৃষ্টি ভালোবাসি
আমি তাই তোমাকে ভালোবাসি।
মুষলধারে বৃষ্টি আমায় তোমার কথা মনে করায়
আমার চোখে স্বপ্ন জোগায়
আনমনে হাঁসতে শেখায়।
মনে হয়,
এই বৃষ্টিতে তোমায় নিয়ে অনেকটা পথ হাঁটি
অবিরাম বৃষ্টির রাতে তোমায় নিয়ে ভিজতে মন চায়।

তোমারো কী, আমার কথা মনে পরে?
যখন বারান্দা দিয়ে বৃষ্টি দেখো একা
তোমারো কী আমার হাত ধরতে ইচ্ছে করে?
যখন বৃষ্টির দিকে হাত বাড়াও।

তাই বলি,
বৃষ্টি তুমি গায়ে মেখো, কিছুটা তুমি নিজের কাছে
রেখো,
আমি ভালোবাসা বৃষ্টি দিয়ে পাঠাই তোমার কাছে
তাই বৃষ্টিকে তুমি আমায় ভেবে, নিজের করে নিও।

এমনই বৃষ্টিতেই হবে আমাদের ভালোবাসা
তুমি থাকবে পাশে রাখবে হাতে-হাত,
ভালোবাসা থাকবে অটুট চিরকাল
তুমি আমি জোড়াবো কোনো এক
অনন্ত মায়ায়।

Utsav Das
Bachelor of Pharmacy
2nd Year, 3rd Semester

লটারি

ওঠ ওঠ খোকা, ওঠ, আজ বাইরে যাবি না ? তোর বাবার পর তোকেই তো এই কাজটি সামলাতে হবে, না হলে পেটের ভাত জুটবে কী করে বল? এখানে খোকা বলতে রাহুলকে বলা হচ্ছে। তার বাবা রামপ্রসাদ লোহা ভাঙ্গা টিন ভাঙ্গার সংগ্রহের কাজ করত , তাতে কোনোমতে তাদের সংসার চলছিল, কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। রাহুল তার বাবার অকাল মৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়েছিল, কারণ তার বাবাই তাদের সংসারে একমাত্র টাকা উপার্জনকারী ব্যাক্তি ছিলেন, প্রায় এক সপ্তাহ রাহুল ও তার মা রমাবতী অঝোরে কেঁদেছে, একবেলা খেয়ে কোনোমতে কাটিয়েছে, হয়তো তাদের কাঁন্নার কারণ শুধুমাত্র বাবার বা স্বামীর মৃত্যুর শোক নয়, পরবর্তী জীবনের চিন্তা ভাবনাও। যাই হোক, ঐ ঘটনার প্রায় একমাস হয়ে গেছে, রাহুল খুব ভেবে চিন্তেই তার বাবার কাজটি নেয়, কিন্তু মাঝে মাঝে তার এই কাজে মন লাগে না, তা তার একটা বড় কারণ আছে বটে, রাহুল খুবই মেধাবী ছাত্র, সে তার স্নাতক পাশের পর অপেক্ষা করছিল তার স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়ার জন্য। কিন্তু তার বাবার এই অকাল মৃত্যুতে তার সমস্ত স্বপ্নই ভেঙে যায়। তারই গ্লানি মাঝে মাঝে রাতের আকাশের তারার মতো জ্বলে ওঠে তার বুকের মাঝে । তখনই তার বাবার কাজে আর মন বসে না। আজকেও তার বেরোনোর কথা, তার বাবার কাজ করবার জন্য। কিন্তু গতকালের আসা জ্বর তাকে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছে। তাই তার শরীর সাই দিচ্ছিল না বেরোবার জন্য, কিন্তু কোনো উপায় নেয়, তাকে বেরোতেই হবে, না হলে হয়তো একবেলা না খেয়েই থাকতে হবে, সে নয় একবেলা না খেয়ে থাকবে, কিন্তু তার সঙ্গে তার মাকেও একবেলা না খেয়ে থাকতে হবে, এটাতেই তার কষ্ট। তাই কোনোমতে সে উঠে বসলো।

এমনসময় মালতী এসে রাহুলের চোখ চেপে ধরল দুই হাত দিয়ে, বলতো কে? রাহুল তার আওয়াজ ভালো করেই চেনে। কারণ সে ছোটবেলা থেকেই মালতীকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করত। মালতীর বাবা মারা যাবার পর রাহুলের বাবা ও মা তাকে তাদের মেয়ের মতই স্নেহ করত। তাদের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় মালতীও রাহুলের বাবা মাকে তার আরেক বাবা মা বলেই জানে। রাহুল বলল , "কিরে তুই এত সকালে ? কিছু হয়েছে বুঝি? কাকিমা ভালো আছে তো ?" হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই ভালো আছে, তোমার এই দুশ্চিন্তা আর গেল না রাহুলদা। আমি এসেছি একটা সুখবর দিতে। "কী রে ?" রাহুল বলল। না, এমনিতো বলবো না, তার আগে বলো কী দেবে ? আচ্ছা , আচ্ছা বল কী চাই তোর? যদি

সাধ্যের মধ্যে থাকে তবে অবশ্যই দেবো। তেমন কিছু না, একটা তাঁতের শাড়ি দিতে হবে। আচ্ছা , আচ্ছা তাই হবে, এবার বলত দেখি কী সুখবর?

তুমি তো কোটিপতি হলে গো রাহুলদা। একমুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে রাহুল বলল, কী বলাচ্ছিছরে তুই, আমি আর কোটিপতি? হ্যাঁগো, তুমি গত সপ্তাহে যে লটারির টিকিট কেটেছিলে না, ওটাতে তুমি জিতে গেছ গো রাহুলদা। কথাটা শুনে একমুহূর্তের জন্য রাহুলের চোখে জল চলে এলো। এই জল দুঃখের নয়, বরং আনন্দের, তার আনন্দ কোটিপতি হওয়া নিয়ে নয়, বরং তার খুশি এই জন্য যে সে তার মায়ের সকল স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে, হয়তো সে আবার তার স্নাতকোত্তর পাশ করতে পারবে, এই ভাবতে ভাবতেই সে যখন তার ভাব জগত থেকে ফিরে এলো, তখন দেখল তার মা ও মালতী তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, সেও তাদের ধরে কাঁদতে লাগলো এবং ভাবতে লাগলো বাবা থাকলে হয়তো আর বাবাকে কাজ করতে হতো না, বাবা এই সুখের সময়ই চলে গেলেন এই ভেবে সে তার মা ও মালতীকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

Arnab Roy Chowdhury
Bachelor of Pharmacy
3nd Year, 5th Semester

বসন্ত বদল

সেদিন যবে দেখেছিলাম বসন্ত –
ছিল নীলচে আকাশ, রোদ ঝলমলে সকাল,
ফুটেছিল গোলাপ, জুঁই আর পলাশ ।
গাছের ডালে নতুন সবুজ পাতায়
ছিল যৌবন, ছিল প্রেম, ছিল আবেগ ।
ঝরা পাতার মতো বাতাসের সাথে উড়েছিলাম আমিও,
ভাবিনি সময়ের সঙ্গে বদলে যাবে বসন্তও ।
নীল আকাশে আজ টুকরো টুকরো মেঘ,
গোলাপ, জুঁইগুলিও কৃত্রিম,
সবুজ পাতায় ধুলোর প্রলেপ,
কোকিলের ডাক হারিয়েছে কলকারখানার শব্দে ।
ঝরা পাতা মাটিতে পড়ে, বাতাসে ওড়ে না ।
এখন বছরঘুরে ফাল্গুন আসে, চৈত্রও আসে,
কিন্তু, বসন্ত আসে না ।

Anarul Mondal
Bachelor of Pharmacy
2nd Year, 3rd Semester

আমি মেয়ে

•• প্রমি চৌধুরী ••

আমি মেয়ে,আমার সব কিছু করতে নেই,
যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি,আলাদা ক্লাস তখন থেকেই।

আমি মেয়ে,সবার সাথে আমার খেলতে মানা,
ছেলেদের সাথে খেলতে গেলেই,নানান আলোচনা।

আমি মেয়ে,রাস্তায় একা বেরলো বারন,
আমি তখন জানি না,কি তার সেই কারন।

আমি মেয়ে,আমার কো-এড কলেজে পড়া হবে না,
তখনও আমি জানিনা,কেনও ওই বয়সেও এত মানা?

আমি মেয়ে,আমি চাকরি করতেও পারবো না,
কারন আমার বিয়ের বয়স হয়েছে, বাবা মা আর টানতে পারছে না।

আমি মেয়ে,বাবার ঘরে কাটিয়েছি একুশ বছর,
তাঁদের সকল নিয়ন্ত্রন ছিল আমার উপর।

আমি মেয়ে, আজ আর এক বাড়ীর বধূ,
এখন থেকেই এবাড়ীর সব কাজ,আমার উপর শুধু।

আমি মেয়ে,যখন ছিলাম বাপের বাড়ী,
মা বলতেন,তোকে যেতে হবে পরের বাড়ী।

আমি মেয়ে,আমার নিজের বাড়ী বলে কিছু নেই,
আগে ছিল বাপের বাড়ী,এটা মানতে হবে নিজেকেই।

আমি মেয়ে,এখন কথায় কথায় এটা শোনায়,
শোনায় শ্বশুরবাড়ীর সবাই,এটা তোমার বাপের বাড়ী নয়।

আমি মেয়ে,আমার নিজের কোনও বাড়ী হয়না,
এটা তোমারই বাড়ী,শান্তনা দিয়েও কেউ কয়না।

আমি মেয়ে,আমার আগে খাওয়া বারন,
স্বামী শ্বশুর সবাই আগে খাবে,জানি না কি কারন!

আমি মেয়ে,আমার কেন শরীর খারাপ হবে?
যদিও বা হয়,সংসারের সবই করে তবে।

আমি মেয়ে,ছেলে মেয়ের পড়াশোনা আমাকেই দেখতে হবে,

ওর বাবার অনেক কাজ তা [illegible] কি [illegible]

আমি মেয়ে [illegible] টিফিন,
[illegible] কাজের রুটিন।

আমি মেয়ে, আমার ছেলে বা মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান,
সেখানে আমার যাওয়া মানা,ঘরেই আমার স্থান।

আমি মেয়ে,ছেলেবউ আমার অফিস যাবে,
তাই টিফিনটা, আরও একটু আগেই বানাতে হবে।

আমি মেয়ে,নাতনিটাকে দুপুরবেলায় গান শুনিয়ে,
ঘুম পারাবো একলা আমি,সময় মত খাইয়ে দিয়ে।

আমি মেয়ে,বিকেলে নাতনি আমার পার্কে যাবে,
সেখান থেকে ফিরলে আমি,বউমা আমার চা খাবে।

আমি মেয়ে,সবার জন্য সারাজীবন করেই গেলাম,
নিশুতিরাতে একা ভাবি,এই জীবনে কি পেলাম?

আমি মেয়ে,এই কথাটা মনে করেই কেটে গেলো,
পেলাম না যে কিছুই আমি,বাকী সবাই সবার টুকুই, বুঝে নিল।

আমি মেয়ে,খুরি আমি আজ বৃদ্ধা মহিলা,
আমার জন্য কেউ করে না,সবাই করে হেলা ফেলা।

আমি মেয়ে,এই কথাটা তোমরা কেউ ভেবোনা,
আমিও মানুষ এটা ভেবো,তা হলে আর,আমার মত হবে না।

Pronomi Chowdhury
Bachelor of Pharmacy
3rd Year, 5th Semester

সহজ নয়

কথাটি বলা হয়তো সহজ নয়
কাউকে বলা কথাটি হয়তো কাজের নয়,
জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোকে
ভেবে দেখার সময়ও আর নয়।
শুধু রয়ে যায় সেই স্মৃতি
যাকে আবার ভুলে যাবার নয়।

সময়ের মাপকাঠিতে চলছে জীবন
তাকে আর পুরনো হবার নয়,
পুরনো হলে চলবেই কেমন নতুন এর পরিণয়;
সহজভাবে কেমনই বা জীবন চলে কি কেশ বটে!
হওয়ার কথা নয় এমন অনেক কিছু
কেমন ভাবে যে ঘটে।

নেই আবেগ নেই উৎস নেই কিছুর শেষ
অসীমের সন্ধান পাওয়া সহজ নয় কেশ!
কঠিন এর এই দিন যাপনে সবই লাগে আকাশ ছোঁয়া
সহজভাবে ভাবলে শেষে শক্ত নয় এই জগৎজোড়া
দিনের শেষে ভাবলে এটা,যে সহজ কী কিছু হয়?
না বলা অনেক কথার মর্মই শুধু হয়
সহজের মতো এমন অনেক কিছুর সময় এখন নয়;
লড়াইয়ের আগে সহজ বলার অর্থ ই হল নয়।

Dipan Paul
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ ভ্রমণ

কেদারনাথ হলো ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবস্থিত হিমালয় এর কোলে সমুদ্র জলতল থেকে প্রায় ১১৭৫৫ফুট উঁচুতে অবস্থিত ভগবান শিব কে নিবেদিত একটি প্রাচীন মন্দির। শিব এর বারো জ্যোতির্লিঙ্গ ধাম এর মধ্যে এটিও একটি। মহাভারত গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে।

বদ্রীনাথ হলো ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যের চামোলি জেলায় অবস্থিত হিমালয় এর কোলে সমুদ্র জলতল থেকে প্রায় ১০১৭০ফুট উঁচুতে অলকানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত ভগবান বিষ্ণু কে নিবেদিত একটি প্রাচীন মন্দির।

সপরিবারে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিলো হাওড়া স্টেশন থেকে কুম্ভ এক্সপ্রেসে করে হরিদ্বার এর উদ্দেশে। আমাদের ট্রেন ছিল দুপুর ১ টার সময় যা পরেরদিন দুপুরে ৩টের সময় হরিদ্বার পৌছালো। সেইদিন পৌঁছানোর পর হোটেলে চেক ইন করার পর হরিদ্বার ঘুরতে বেরোলাম এবং পরের দিন এর জন্য গাড়িও ঠিক করা হলো। পরেরদিন শুরু হলো যাত্রা সোনপ্রয়াগ এর উদ্দেশ্যে পথে দেখলাম দেবপ্রয়াগ { অলকানন্দা এবং ভাগীরথী এর মিলন } , রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, ফাটা {এখন থেকেই আছে হেলিকপ্টার সার্ভিস} এবং সীতাপুর। সোনপ্রয়াগ পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাই সেইদিন আর কোথাও যাওয়া হলো না পরের দিন রাত থাকতে থাকতে শুরু হলো সোনপ্রয়াগ থেকে গৌরীকুন্ড এর উদ্দেশে যাত্রা গৌরীকুন্ড পৌঁছে ট্রেকিং শুরু হলো। মোট ২২ কিলোমিটার রাস্তা ট্রেক করে উঠতে হয় যাবার আগে youtube এ অনেক ভিডিও দেখেছি অন্য রকম উত্তেজনা আবার চিন্তাও ছিল পারবো কিনা । এখানে রয়েছে ঘোড়া(খচ্চর) এবং ডুলি ব্যবস্থাও যাইহোক বিকাল ৫টার মধ্যে আমরা সবাই ওপরে পৌঁছে গিয়েছিলাম তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রী এর আশেপাশে ছিল। আমাদের হোটেল আগে থেকেই আয়োজন করে রাখা ছিল (ওপরে হোটেল খুব সীমিত আর কারণ হলো ২০১৩ সালের বিপর্যয়ে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো)। এরপর আমরা পুজো দিলাম এবং মন্দির এর পিছনের দিকের পাথর দেখে এলাম যা ২০১৩ এর সময় এ মন্দির কে রক্ষা করে ছিল (মন্দির এর ভিতরে ছবি তোলা ও ভিডিও করা বারণ) । সন্ধ্যা থেকেই তুষারপাত হচ্ছিলো রাতে তা আরো হলো এর পর এর দিন নামা শুরু হলো উঠার থেকে নামা তুলনামূলক সহজ। নিচে নেমে গাড়ি করে সোনপ্রয়াগ ফিরে আসা হলো এখান থেকেই শুরু হলো বদ্রীনাথ এর যাত্রা।

বদ্রীনাথ একটি ছোট শহর উত্তরাখন্ড রাজ্যের চামোলি জেলার। সোনপ্রয়াগ থেকে দূরত্ব আনুমানিক ২২২ কিলোমিটার যা গাড়িতে ৭-৮ ঘন্টার ধকল। পথে পরে উখীমঠ (শীতকালে কেদারনাথ মন্দির বন্ধ হলে শিব এর মূর্তি এখানে নামিয়ে আনা হয়), চোপতা, গোপেশ্বর, যোশীমঠ (শীতকালে বদ্রীনাথ মন্দির বন্ধ হলে বিষ্ণু এর মূর্তি এখানে নামিয়ে আনা হয়) ।মন্দির এর সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী অলকানন্দা নদী। এইটা তিব্বত সীমানার অনেকটা কাছে হওয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী এই এলাকা তে প্রায় সময় এই দেখা যায়।সবসময় মন্দিরে ভিড় লেগেই থাকে অনেক লম্বা লাইন পরে কিন্তু আমাদের ভাগ্য এতটাই সুপ্রসন্ন ছিল বদ্রীনাথ পৌঁছে জানতে পারি আগের দিন এই মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ঘুরে গেছেন তাই আজ ভিড় একটু কম। মন্দির থেকে ১ কিলোমিটার দূরেই আছে তিব্বত সীমান্তে ভারতীয় শেষ গ্রাম মানা গ্রাম এই গ্রামে দেখা যাই স্বরস্বতী নদী ও তার পাশেই সরস্বতী মন্দির এবং ব্যাস গুহা কথিত আছে এখানেই বসে ভগবান গনেশ ব্যাস দেবের বর্নণা অনুযায়ী মহাভারত রচনা করেছিল। পরের দিন নেবে আসা হলো হরিদ্বার এ সেখানে ২ দিন থেকে আমরা আবার ট্রেন এ করে ফিরে এলাম। চিরকালের মতো মনের চিলেকোঠাতে তুলে রাখার মতো ভ্রমন ছিল এটি।

বিদ্রঃ কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দুটোই প্রতিবছর মাত্রা ৬ মাসের এর জন্য খোলা থাকে । অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খোলে এবং কালীপূজার সময় দুয়ার বন্ধ হয়।

Sohan Ghosh
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

দুর্গাপূজা ও পুরানো কলকাতার প্রবাদ

কলকাতার দুর্গাপূজা বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একই চালচিত্রে মাঝে দশভুজা মা মহিষাসুরমর্দিনী তার দুইপাশে লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ কার্তিক ও তাদের বাহন সহ সাবেকি আনা পুজো অথবা পাঁচটি আলাদা আলাদা চালচিত্রে পাঁচ দেবদেবী নিয়ে থিম এর পুজো সাথে ঢাক এর আওয়াজ, আলোকে মোড়ানো শহর ও মানুষের ভিড়। কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ এর রাজধানী) এর দুর্গাপুজোর ইতিহাস বহু পুরানো যার শুরু সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের হাত ধরে বরিশা তে ১৬১০ সাল থেকে আবার অন্য মতে শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠা পুরুষ রাজা নবকৃষ্ণ দেব এর হাত ধরে ১৭৫৭ সালে শোভাবাজার এর রাজ্ বাড়িতে। যাই হোক আমার গল্পের উদ্দেশ্য দুর্গাপুজোর ইতিহাস নয় বরং পুজো নিয়ে জড়িয়ে থাকা আদি কলকাতার প্রবাদ বাক্য। আমরা সকলেই শুনেছি

" মা এসে গয়না পড়েন জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়িতে,
ভোজন করেন কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্তির বাড়িতে এবং
রাত জেগে নাচ দেখেন শোভাবাজারের রাজবাড়িতে "

কোনো প্রবাদ বাক্যই এমনি এমনি এতো প্রচলিত হয় না তার পিছনে যথোপযুক্ত কারণ থাকেই তেমনি এই প্রবাদ সৃষ্টি সেইসব বাড়ির জাঁকজমক পূর্ণ পুজো থেকে ।

1. **জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়ি:-** এই বাড়ির প্রতিষ্ঠা পুরুষ হলেন গোকুল চন্দ্র দাঁ এনার ই পুত্র শিবকৃষ্ণ দাঁ এর হাত ধরে দাঁ বাড়ির পুজোর সূচনা ১৮৩৯ সালে। ইনি আসানসোলে ট্রেন লাইন স্থাপন এর বরাত পান এছাড়াও অন্যান্য ব্যবসা থেকে এতো উপার্জন করেছিলেন সেইকালে তাকে কুবের এর সাথে তুলনা করা হতো তিনি নিজে সোনার পৈতে ধারণ করতেন এবং মা এর পুজোতে প্রচুর সোনা ও রূপো এর শাড়ি, গয়না দিয়ে মাকে সাজাতেন। সাজ কোনোবছর পুনরাবৃত্তি হতো না ১৯৪০ পর্যন্ত এখন অবশ্য ১৯৪০ এর সাজেই মাকে বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে পুজো বলিপ্রথা ও অন্নভোগ

এর প্রথা নেই। নবমীতে ধুনো পোড়ানো, সধবা পুজো ও কুমারী পুজো এই বাড়ির একটি রীতি কালের নিয়মেই জৌলুস কমলেও আজ এই বাড়ি ঐতিহ্য কে বহন করে চলেছে।

2. **কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্তির বাড়ি:-** ১৬৯৭ সালে যখন ইংরেজরা পাকাপাকি ভাবে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে তখন গোবিন্দরাম মিত্র তথা কুমোরটুলির মিত্র বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভারতীয় হিসেবে দ্বিতীয় ডেপুটি কালেক্টর। কুমোরটুলিতে উনি এক সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই বাড়ির উত্তর পুরুষ হলেন অভয়চরণ মিত্র। গোবিন্দ রামের আমলে দুর্গাপূজা শুরু হলেও অভয়চরণের সময়ে তার জৌলুস বৃদ্ধি পায় তিনি নিজেও ইংরেজদের আমলা পদে চাকরি করতেন এই বাড়ির দুর্গা প্রতিমা কে বিভিন্ন রকম অলংকারে ভূষিতা করা ছাড়াও এই বাড়ির দেবীর ভোগে থাকতো ৩০ থেকে ৫০ মন চালের নৈবেদ্য এছাড়াও নানারকম মিষ্টি খাজা গজা। মূলত বিখ্যাত ছিল বড়ো মাপের মিষ্টি দেবার জন্য। এই বাড়িতেও অন্ন ভোগ দেওয়া হতো না, পশু বলি নিষিদ্ধ ছিল, নবমীতে কুমারী পূজার চল ছিল । বর্তমান সময়ে পারিবারিক কারণে দীর্ঘদিন ধরে এই বাড়ির পুজো বন্ধ আছে । ঠাকুরদালান ও বাড়ির অবস্থা জরাজীর্ণ। এই বাড়ির নাম প্রবাদ এই বেঁচে আছে।

3. **শোভাবাজারের রাজবাড়ি:-** নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর এর হাত ধরে এই বাড়ির প্রতিষ্ঠা ও পুজোর শুরু। ইনি ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিং এর ফার্সি শিক্ষক। নবকৃষ্ণ ছিলেন ডাকের সাজ এর সুচনাকার। জার্মানি থেকে ডাক ব্যাবস্থায় সাজ আসতো বলে এহেন নাম যার নবতম সংস্করণ হলো সোলার সাজ। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের জন্য ইংরেজদের পরামর্শদাতা হিসেবে নবকৃষ্ণের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য, ফলপ্রসূত জয়লাভের পর তিনি পেয়েছিলেন বিপুল উপঢৌকন, রাজবাহাদুর খেতাব। অবশেষে বিজয়োৎসব হিসেবে সূচনা হল কোলকাতার অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপূজার যার নেপথ্যে ছিলেন স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ। সেই সময় এই বাড়িতে নাচ গানের আসর বসতো ইংরেজরা আসতো বলে। এই বাড়িতেও অন্ন ভোগ দেয়া হয়না। আগে সন্ধিপুজো তে কামান এর তোপ দাগা হতো বর্তমানে বন্দুক এর ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। দশমীতে অপরাজিতা পূজা হয় ও নীলকণ্ঠ পাখি উড়ানো হয় (বর্তমানে নীলকণ্ঠ পাখি এর মূর্তি জলে ভাসানো হয়)। এই পুজো বর্তমানে দুই ভাগে বিভক্ত (তার দত্তক পুত্র ও নিজের পুত্র এর মধ্যে)।

বিঃদ্রঃ অভয় চরণ মিত্র বাড়ির তথ্য ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বাকি দুটি অধিকাংশ স্বরচিত ও সামান্য ইন্টারনেট এর সাহায্যে।

Dipanjan Ghosh
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

In Silico Drug Design: Pioneering New Frontiers in Diagnosis and Treatment

Abstract

In silico drug design integrates computational chemistry, structural biology, bioinformatics, and machine technology learning to accelerate the discovery and optimization of therapeutic molecules and stimulate the evaluation of drug target interactions prior to laboratory testing. It mainly outlines the fundamentals methodologies- including structure- and ligand-based design, docking, molecular dynamics, QSAR, pharmacophores, and ADMET prediction and this emerges as a trending in the field of science.

Introduction

Traditional drug discovery is often costly, labor-intensive, and relied on empirical, high throughput wet lab screens that are resource intensive and time consuming typically exceeding 12 years and costing over US $1.8 billion. In contrast computational approaches (collectively termed in silico or computer aided drug design) provide predictive accuracy by utilizing molecular simulations, big data, machine learning that triage chemical space, prioritize candidates, and rationalize structure–activity relationships (SAR) prior to synthesis and in vitro testing which in turn offer speed, cost-efficiency. This article focuses on methodologies commonly used in in silico, clarifies their theoretical basis, discusses common software and databases, and highlights how these methods are applied to diagnosis, target identification, and personalized therapy.[1,2]

In-Silico Drug Design

The term in silico refers to experiments or research conducted using computer simulations, as opposed to in vitro (in glass) or in vivo (in living organisms). In drug design, in silico methods utilizes computational chemistry, bioinformatics, and molecular modeling to predict how potential drug molecules will interact with biological targets such as proteins, enzymes, or DNA. The Human Genome Project accelerated this paradigm shift, as the rapid development of affordable DNA sequencing methods facilitated targeted therapies, revolutionizing healthcare.

As a result, modern medicine now integrates several technologies for precise identification and treatment The framework for successful clinical outcomes revolves around the "five rights": administration of the right drug to the right patient at the right time, in the right dose, and through the right route of administration. This approach, considering the patient's medical history, genes, environment, and lifestyle, defines precision medicine. In 2011, the United States National Research Council's Toward Precision Medicine defined precision medicine as the "tailoring of medical treatment to the individual characteristics of each patient to classify individuals into subpopulations that differ in their susceptibility to a particular disease or their response to a specific treatment". This trending field is based on a healthcare model grounded on data, analytics, and information Therefore, precision medicine addresses the growing need for precise and effective treatments, aligning with the cornerstones of the clinical medicine model, the four Ps: predictive, preventive, personalized, and participative. This shift toward a patient-centered clinical decision-making system marks a transition from reactive medicine based on gold standards to patient-specific diagnostics and therapeutics. In pursuit of robust precision medicine, in silico approaches have gained

prominence, using computational methods to tailor therapies to individual patient characteristics. Some key elements in in silico drug design approaches in precision medicine is showing in the below given diagram. [2,3,4]

Principles Of *In-Silico* Drug Design

In silico drug design involves applying mathematical models, algorithms, and molecular simulations to study drug-target interactions. The process can be broadly categorized into:

- Structure-Based Drug Design (SBDD):- relies on the 3D structure of the biological target (e.g., an enzyme or receptor) obtained through X-ray crystallography, NMR spectroscopy, or cryo-EM.

Example: Docking simulations to fit candidate molecules into the target's active site.

- Ligand-Based Drug Design (LBDD):- Used when the target's structure is unknown. It employs the chemical and biological information of known ligands to design new molecules.

Example: Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) modeling. [4,5]

Methodology

There are many important methods in in-silico drug design research that are discussed below.

- **Homology modeling**

Homology modelling, is also recognized as comparative modelling of protein and it is a method that allows to generate an unknown atomic resolution model of the "target" protein from its amino acid sequence and an experimental three-dimensional (3D) structure of a related homologous protein (the "template"). Homology modelling involves the recognition of one or more identified protein structures probably to show resemblance with the structure of the query sequence, and on the making of an alignment that maps residues in the query sequence to residues in the template sequence. Bioinformatics software tools are used to generate the 3D structure of the target on the basis of the known 3D structures of templates.

- **Molecular docking (Interaction networks)**

In the field of molecular modelling docking it is a technique which envisages the favored orientation of one molecule to a second, when bound to each other to form a stable complex. Molecular docking denotes ligand binding to its receptor or target protein. Molecular docking is used to recognize and optimize drug candidates by examining and modelling molecular interactions between ligand and target macromolecules. Molecular docking is used to generate multiple ligand conformations and orientations and the most appropriate ones are selected. There are several molecular docking tools available that includes ArgusDock, DOCK, FRED, eHITS, AutoDock and FTDock.

- **Virtual high-throughput screening**

Virtual screening is a computational technique where large libraries of compounds are evaluated for their potential to bind specific sites on target molecules such as proteins, and well-matched compounds tested. The research in the drug discovery process involves virtual screening (VS) which is a computational method used for the rapid exploration of large libraries of chemical structures in order to identify those structures that are most likely to bind to a drug target, usually a protein receptor or enzyme. Virtual screening plays a vital role in the drug discovery process. The term "virtual screening" is relatively new as compared to the more general and elder concept of database searching.

- **Quantitative structure activity relationship (QSAR)**

Quantitative structure-activity relationships (QSAR) methods are used to show a relationship of structural and/or property descriptors of compounds with their biological activities. These descriptors explaining the properties like steric, topologic, electronic, and hydrophobic of numerous molecules, have been determined through empirical methods, and only more recently by computational methods.

- **Hologram quantitative structure activity relationship (HQSAR)**

In Hologram QSAR, a distinctive QSAR procedure, there is no need for precise 3D information about the ligands. In this method, the molecule breaks to a molecular fingerprint encoding the frequency of occurrence of various kinds of molecular fragments.

- **Comparative molecular field analysis (CoMFA)**

Comparative molecular field analysis (CoMFA) is a constructive novel technique to explain structure activity relationship. It is a well-known 3D QSAR method and work on CoMFA began in the 70's. It delivers values of ClogP which means the solvent repellent constraints the ligands and also explains the steric and electrostatic values of the ligands.

- **Comparative molecular similarity indices analysis (CoMSIA)**

Comparative Molecular Similarity Indices Analysis (CoMSIA) is recognized as one of the new 3DQSAR approaches. It is generally used in the drug discovery process to locate the common characteristics, essential for the proper biological receptor binding. This method deals with the steric and electrostatic characteristics, hydrogen bond acceptors, hydrogen bond donor and hydrophobic fields.

- **3D pharmacophore mapping**

The 3D pharmacophore search is an imperative, vigorous and simple method to quickly recognize lead compounds alongside a preferred target. Conventionally, a pharmacophore is defined as the specific 3D arrangement of functional groups within a molecular framework that are indispensable to attach to an active site of an enzyme or bind to a macromolecule. It is essentially the first step to describe a pharmacophore in order to understand the interaction of a ligand with a receptor. Once a pharmacophore is recognized, the medicinal chemist utilizes the 3D database search tools to retrieve novel compounds that are suitable for the pharmacophore model. The modern drug design process has been used to make it one of the most successful computational tools because the search algorithms have made advancements over the years to efficiently identify and optimize lead focus combinatorial libraries and help in virtual high-throughput screening.

- **Microarray analysis**

Microarray analysis is a new technique, known as DNA technology which plays a very significant role in the advancement of biotechnology further. These are basically properly arranged sets of known sequence DNA molecules.

- **Conformational analysis**

Conformational analysis deals with deformable molecules and their minimum energy configurations through various calculation methods and interaction networks involves comparing a molecular receptor site of another molecule and calculating the most energetically satisfactory 3-D conformation.

Conclusion

In silico drug design stands at the forefront of pharmaceutical innovation, bridging the gap between biology and computational science. In the field of medical science, mastering these tools is no longer optional- it is a gateway to the future of drug discovery, precision diagnostics, and targeted therapy.

References

1. Chang Y, Hawkins BA, Du JJ, Groundwater PW, Hibbs DE, Lai F. A guide to in silico drug design. Pharmaceutics. 2023;15(1).
2. Marques L, Costa B, Pereira M, Silva A, Santos J. Advancing precision medicine: a review of innovative in silico approaches for drug development, clinical pharmacology and personalized healthcare. Pharmaceutics. 2024;16(1).
3. Benfenati E, ed. In Silico Methods for Predicting Drug Toxicity. Methods in Molecular Biology (MIMB), vol. 1425. New York, NY: Humana; 2016. DOI: 10.1007/978-1-4939-3609-0.
4. Benfenati E, ed. In Silico Methods for Predicting Drug Toxicity. Methods in Molecular Biology (MIMB), vol. 2425. New York, NY: Humana; 2022. DOI: 10.1007/978-1-0716-1960-5.
5. Brown N. In Silico Medicinal Chemistry: Computational Methods to Support Drug Design. Theoretical and Computational Chemistry Series. Cambridge: Royal Society of Chemistry; 2015. DOI: 10.1039/9781782622604.
6. Kortagere S, ed. In Silico Models for Drug Discovery. Methods in Molecular Biology (MIMB), vol. 993. Totowa, NJ: Humana; 2013. DOI: 10.1007/978-1-62703-342-8.
7. Cavasotto CN, ed. In Silico Drug Discovery and Design: Theory, Methods, Challenges, and Applications. Boca Raton, FL: CRC Press; 2016.
8. Wadood A, Ahmed N, Shah L, Ahmad A, Hassan H, Shams SJODD. In-silico drug design: An approach which revolutionised the drug discovery process. OA Drug Des Deliv. 2013;1(1).

Sarthak Chakraborty
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

আঁধারে ঢাকা সূর্য

আগস্টের এক শেষ বিকেল. প্যাচপ্যাচে গরমে ঘেমো জামা থেকে দুশো টাকা বের করে দোকানদার কে দিয়ে বই টা বগলদাবা করে বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। আকাশ তখন কালো মেঘে ঢাকা, দূরে মেঘের গর্জন শোনা যায়। কলেজ স্ট্রিটের ব্যস্ততাও যেন থমকে গেছে আবহাওয়ার সাথে। দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফিরতে থাকি। দমকা হাওয়ায় বইয়ের পাতার ফসফসানি শব্দ যেন বৃষ্টির আগাম বার্তা দিচ্ছে। নিমেষেই প্রবল বারিধারা ঝড়ে পড়ল রাজপথে। দোকানীরা দ্রুত প্লাস্টিক দিয়ে দোকান ঢাকতে ব্যস্ত, বজ্রের তালে তালে পাখিদের কচকচানি ও এক ডাল থেকে আরেকডালে লাফানো, মনে কিছুটা আশঙ্কা জন্ম দেয়। দৌড় দিয়ে কোনরকমে ছাতার তলায় মাথা গুঁজে এগোতে থাকি বাড়ির উদ্দেশ্যে। পিচ ক্ষয়া গর্তের জমা জল, নোংরা ড্রেন ও রিক্সাওয়ালা-দের ভোগান্তি উপেক্ষা করেই এগোতে থাকি। দাঁড়াতে হলো একটা মিছিলের সামনে। বিশাল জনসমুদ্রের ঢেউ ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে আমার দিকে। ওদের হাতে হাতে প্লাকার্ড , ব্যানার, মুখে স্লোগানের ঝড়। দলবদ্ধ গর্জনে কেঁপে উঠছে রাজপথ। দমবন্ধ ট্র্যাফিক এ শুধু কানে আসছে - "বিচার চাই, বিচার চাই", "আর কবে বিচার পাব?"। বৃষ্টির দাপট থামাতে পারেনি সেদিন ওদের , মেঘের গর্জন যেন ওদের সাথে তাল মিলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে ডেকে উঠছে। জনপ্লাবনের ঢেউ যেন আছাড় মারছে ব্যারিকেডের গায়ে, কাঁদানে গ্যাসের দূষিত বায়ু যেন ওদের ফুসফুসকে নিংড়ে নিচ্ছে। কপালে ঘাম ও রক্ত মিশে এক অদ্ভুত আভা সৃষ্টি করেছে ওদের চোখেমুখে। তবুও তারা হেরে যাবার নয়। অনশন মঞ্চের পাশে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্লোগান গুলো আমার মধ্যেও অবিরাম বাজতে থাকলো।

বাড়ি ফিরে হাঁফ ছেড়ে বসলাম। একটা টানা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে অঝোর বৃষ্টি অনুভব করতে করতে মাথায় এলো ওদের কথা। যারা বাড়িঘর ছেড়ে বাঁশ আর ত্রিপলের কাঠামোর নিচে বসে নিজেদের দাবির জন্য লড়ছে, ওদের কারুর মায়েরাও ভাত নিয়ে অপেক্ষা করছে বাড়ীতে। অভ্যাসবশত মুঠোফোন টা হাতে নিয়ে দেখি আজও নেটওয়ার্ক আসেনি। পাশের এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ প্রায় তিন দিন হলো। এখানে

ভোরবেলা পাখিরা আর গাছের ডালে বসে গান শোনায় না, পুনঃ পুনঃ পুলিশি হুটারের শব্দে ঘুম ভাঙ্গে আমাদের। মন্দিরের সংকীর্তন চাপা পড়ে গেছে দাঙ্গার হল্লায়, আজানের সুর কান অবধি আর পৌঁছায় না। শুধু হাজারো মিথ্যে ভাষণ আর প্রতিশ্রুতিতে কান ঝালাপালা করে।

সদ্য কেনা সত্যজিৎ রায়ের ছোটগল্প সংকলন টা নাড়াচাড়া করতে লাগলাম আনমনে। বিকট বজ্রের শব্দে হুশ ফিরতেই জানলার দিকে তাকাতেই চোখেপড়ে এক মন-ভালো করা দৃশ্য। রাস্তার উল্টোদিকে এক অস্থায়ী টিনের ঘর, রহমতচাচার দোকান। উপচে পড়েছে ভিড়, থরে থরে সাজানো রাখি এবং নানা পুজোর সামগ্রী। রংবেরঙের বাহারি হস্তশিল্পের কাজ, যেন রামধনুর মতো সাতরঙ্গের ছটা বিকিরণ করছে। দেখেই মনে পড়ে গেলো যে জন্মাষ্টমী আর বেশি দেরি নেই। সামনেই রাখিবন্ধন। পাশ থেকে কয়েকটা তিরঙ্গা পতাকা উঁকি মেরে বলছে যেন আমাদের একটাই পরিচয়, আমরা ভারতীয়। কবিগুরু কোনদিনও ভাবতে পারেননি হয়তো যে বঙ্গভঙ্গের পরের পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে যে রাখিবন্ধন তিনি চালু করেছিলেন, সেটা আজ শুধু ভাইবোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

বৃষ্টি আরও প্রবল বেগে এলো, নর্দমার জলে রাস্তা ডুবে যেতে শুরু করেছে সবে। ঝড়ের দাপটে একটার পর একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে রাস্তার উপর। বিদ্যুতের ঝলকানি তে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষনে। ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়, ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি বেজে ওঠে একসুরে। গৃহহীন এক গৃহহীন মা তার শিশুকে কোলে নিয়ে আশ্রয় নিলো চাচার দোকানে। পরনে ধুলোমাখা ছেড়া শাড়ি, শিশুটি উলঙ্গ। দেখে মনে হচ্ছিল ওরা দিনকয়েকের অভুক্ত। কয়েকজন খদ্দের ওদের তাড়িয়ে দেবার জন্য বকাবকি করতেই রহমত বাঁধা দিয়ে ওদের বসতে দিলেন ইতিমধ্যেই একটি ছেলে তার স্কুলের ব্যাগ থেকে না-খাওয়া রুটি বের করে শিশুটির হাতে দেয়। তা দেখে অনেকেই সেখানে ছি-ছি করে ওঠে। ততক্ষণে ইলেকট্রিক পোল থেকে অনবরত স্ফুলিঙ্গ বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। নিমেষেই একটা বিকট শব্দে মোটা তার ছিঁড়ে পড়ে যায় রাস্তার জমা জলে। কাছাকাছি মানুষ না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি সেদিন।

পাঁচটি কালো, চওড়া বড় হুড়মুড়িয়ে এসে দাঁড়ালো সামনের ধোঁয়াটে রাস্তায়। ভিতরে চাপাচাপি করে লোক বোঝাই করা, প্রত্যেকের হাতে ধারালো তীক্ষ্ণ অস্ত্র, লাঠি, বাঁশ,

কাস্তে, ইত্যাদি। ওরা রাগে ফুঁসছে, চিৎকার করছে। আমার মত সবাই জানলা দিয়েই সেই দৃশ্য দেখছে, কারুর সামনে যাবার সাহস নেই। ওরা গাড়ির পিছন থেকে বড় বড় ধারালো তলোয়ার বের করে রহমতের দোকানের দিকে ছুটলো। খদ্দের ও পথচারীদের চিৎকারে রো-রো পড়ে গেলো এলাকায়। এদিকে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। মুহূর্তেই ভিড় দোকান ফাঁকা ও জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দিলো। ওদের হাত থেকে রেহাই পেলোনা ওই অসহায় ক্ষুধার্ত মা। রাস্তার জমা জলে রক্ত মিশে এমন ভাবে বইছে যেন রক্তিম নদীর জলধারা কুলকুল করে সাগরে মিশছে। ওরা কয়েকটা মৃতদেহ কে পাহারা দেবার জন্য শিশুটিকে রেখে দিয়ে ওর শরীরে সঞ্চিত শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ও দিশাহীন ভাবে দৌড় দিলো প্রাণভয়ে। তবুও পারলো না বেশিদূর পালাতে, জমা জলে বিদ্যুৎ-পৃষ্ঠ হয়ে লুটিয়ে পড়ল না-ফোটা কুঁড়ি-টি। বৃষ্টি থেমে গেলো, প্রকৃতি যেন থমকে গেছে। শুনশান রাস্তায় কান পাতলে শুধু নীরব আর্তনাদ শোনা যায়, এখনো যেন দুর থেকে ভেসে আসছে - " বিচার চাই, বিচার চাই" , "আমরা বিচার চাই"।

Biswarup Ghosh
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

তবু চেয়ে থাকা।।।

মেঘে যত ছেয়ে যায়,
তত চেয়ে থাকি।
আকাশ মেঘের বুকে
আছে মুখ ঢাকি।

বুক জুড়ে যত আশা,
মন ছেরে ওঠা নামা,
আলো কালো মেঘ মাঝে
ছুটে ধেয়ে চলা।

প্রতি ক্ষণে নব নব,
আরও আশা আরও পাবো।

উদ্ বাহু।
ডানা মেলে।
এসে, যায় চলে।।

তবু চেয়ে থাকা।।।।।

Gourango Sundor Roy
Associate Professor
BST

ডায়েরী নং-৩১২ : শূন্য পাতার মায়াজাল

সঞ্চয়ন বসাক, প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র.....

মেধাবী তো বটেই সাথে সাথে তার গানের গলাও যেমন সুমধুর তেমনি বিতর্ক সভায় অনায়াসে সে বন্দী করে ফেলে প্রতিপক্ষের যুক্তিকে।বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেও দেশ-বিদেশের ইতিহাস থেকে শুরু করে দর্শন বিষয়গুলিতেও সে কম পারদর্শী কিছু নয় ।একদিন ক্লাস শেষ করে হোস্টেল ফিরছিল সঞ্চয়ন। প্রবেশদ্বারে ঢোকার মুখেই সে হোঁচট খেল, ঝুঁকে দেখল একটা মোটা ডায়েরী,"অদ্ভুত তো এই ডায়েরী আবার কার ? নিশ্চয়ই ঐ ব্যাটা অমলের হবে ,ছেলেটা আর শুধরল না,যেখানে পারে জিনিস ফেলে দেয় পরে বলবে খুঁজে পাচ্ছিনা"।এখানে বলে রাখা দরকার অমল হল সঞ্চয়নের roommate। অমল রাতে ফিরলে তাকে এ ঘটনা জানালে সে বলে, "ধূশ্ শ্ শ্ , আমি আবার ডায়েরী ব্যবহার করি নাকি,যতসব" ।দুজনেই চিন্তায় পড়ল কারণ সঞ্চয়নেরও ডায়েরী লেখার অভ্যাস নেই ।"ডায়েরী টা কেমন অদ্ভুত দেখ অমু (অমলের ডাকনাম),মনে হচ্ছে চামড়া দিয়ে তৈরী", বলল সঞ্চয়ন ।
"শুধু তাই নয় তুই দেখ , মলাটে কত বড় বড় করে "৩১২"করে খোদাই করা আর একটা আঁশটে গন্ধ সবসময় বেরোচ্ছে ,বমি ধরিয়ে দেওয়ার জোগাড়" , বলল অমল ।

ডায়েরী টা খোলা উচিত কি না এই দোটানায় দুজনে নিজেদের স্টাডি-টেবিলে বসে পড়ল । হঠাৎ সঞ্চয়ন বলল, "এসে যখন আমাদের কাছে পড়েছে তখন দেখিই না কি লেখা আছে ?হতেই পারে যে লেখার সুত্র ধরে আমরা এর মালিকের খোঁজ পেয়ে গেলাম"। একটা একটা করে ডায়েরীর পাতা উল্টানো শুরু করল সঞ্চয়ন ।না,কিচ্ছু লেখা নেই তাতে,ধুসর-হলদে-বাদামি ছোপ ধরা কটা পাতা, না কোন নাম,না কোন ঠিকানা এমনকি কোন দিনলিপিও না । সঞ্চয়ন এটুকু এর থেকে বুঝল যে এটা কোন সাধারণ ডায়েরী নয়,নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন

অনেক বড় রহস্য লুকিয়ে আছে ।সে অমলকে ডায়েরীটা দেখাতে সেও অবাক হয়ে পাতার পর পাতা পাল্টে গেল.....সেও কিছু পেল না ।দুজনে খুব উল্টে -পাল্টে দেখে শেষ পাতার ঠিক আগের পাতায় একটা বীভৎস নিশানা দেখল, কোন খেই পেল না দুজনেই ।

এমন সময় বেজে সঞ্চয়নের ফোন ,অজানা নাম্বার ।সে ফোনটা রিসিভ করল।ওপার থেকে বরফ-শীতল,শান্ত,গম্ভীর গলায় ভেসে এল এক পুরুষকন্ঠ, "Congratulations Mr.Bosak Jr. ,I am very glad to say that আমি তো ভাবতেই পরি নি তুমি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ফাঁদে পা দিয়ে দেবে।You know আমি আমার secretary কে বলেছিলাম যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন আজকালকার ছেলে-মেয়েরা adventure চায় ,কৌতূহলী চেতন ওদের"।
তাঁকে কথা শেষ না করতে দিয়েই সঞ্চয়ন প্রশ্ন করল, "আপনি কী গপ্পো জোরার জন্য আমায় ফোন করেছেন ? আর কিসের trap-এর কথা বলছেন আপনি"।

কিন্তু ফোন করা ভদ্রলোক একইরকম ধীর-স্থির ।সে বলেই চলল, "তোমার সাথে প্রলাপ করব (হেসে),তাতে তো আমার চলবে না হে ছোকরা ।কালকে রবিবার তোমার কলেজ ছুটি, কাল সকাল এগারোটার সময় বউবজারের ৭ নং. গলিতে দেখা কর ,বিশ্বাসদের পুরোনো ইটের বাড়িতে সাথে ওই ডায়েরী আর একটা নোটবুক কোনো কলম বা পেন্সিল আনবে না.... and । repeat again again,কোনো পেন বা পেন্সিল নয়"।
"এই যে মশাই আপনি কে বলুনতো ?আমি আপনার কথা শুনতেই বা যাবো কেন ?আপনাকে চিনিনা জানিনা আপনার কথা মানতে আমি বাধ্য নয়",সঞ্চয়নের রাগ ফুটে উঠল ।
আবার সেই ধীর-শীতল অথচ কিছুটা কর্কশ গলায় ওপার থেকে ভেসে এল, "এটাই তোমার শেষ সিদ্ধান্ত তো"?
"আরে মশাই আপনি কী বাংলা বোঝে..... "তোমার বোন প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা টিউশন থেকে বাড়ি ফেরে ওই আটটা নাগাদ, কাল ধরো ও ফিরল না....তখন পারবে তো নিজের বোনের নিখোঁজ হওয়ার দায় নিতে"।
সে আরও বলে চলল –"তুমি হচ্ছো উত্তর কলকাতার বসাক পরিবারের ছেলে,বনেদী পরিবার,তোমার দাদুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাথে ওঠাবসা ছিল,বাবা ছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী ,মা বালিগঞ্জ হাই স্কুলের শিক্ষিকা,তুমি ছোট থেকেই মেধাবী ছিলে, মধ্যমিকে ৯৫%আর উচ্চমাধ্যমিকে ৯২.৪%.....কী আরও কিছু জানতে চাও,নাকি কালকে তোমার আগমনের জন্য এইটুকুই যথেষ্ঠ" ?

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল সঞ্চয়ন ,এই প্রথমবার কারণ একটা অজানা লোক যাকে সে হয়তো এজন্মে দেখেনি সে তাদের ব্যাপারে যখন এত খোঁজ নিয়েছে,সে চাইলে সব পারে।সে জানে তাদের মতো রুচিশীল পরিবারে মেয়েদের মর্যাদা কোনো ধনদৌলত এর থেকে কম কিছু নয়,একদিন নিখোঁজ হলেও তাদের পরিবারে দাগ লাগবে,সবথেকে বড়কথা তার বোনের গায়ে কালি লাগবে, কিন্তু এই লোকটা তাকে দিয়ে করতে কী চাইছে ?

"তাহলে কাল এগারোটায় যথাস্থানে চলে এসো, anddd listen young man.....একা এসো।আর কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা করলে বা পুলিশে খবর দিলে, আমার ভদ্রতা রূপের খোলস ছাড়তে বেশি সময় লাগবে না", শেষটা হুমকির স্বরে বলে ফোনটা কেটে দিলেন তিনি।
নিজের বিছানায় বসে পড়ল,চিন্তিত হয়ে নানারকম কথা তার মাথায় এল।অমল এতক্ষণ প্রায় সবই শুনেছিল,এবার ভাল করে পুরোটা শুনে সেও চিন্তায় পড়ল।সে যুক্তি দিল, "ভাই,আমার মতে তুই যা, না যদি যাস তোর ক্ষতিই হবে,ওখানে গেলে পরিস্থিতি যদি খারাপ কিছু হয় তখন পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে, লোকাল পুলিশ দিয়ে এদের ধরা হয়তো যাবে না, if I am not wrong, তুই একা নয়... খোজ নীল দেখা যাবে আশেপাশের কলেজ গুলোতে কেউ না কেউ এভাবে trapped হয়েছে বা হবে"।"এখন শুয়ে পড়,আমরা আছি তো তোর"।

পরের দিন ঘড়ির কাঁটা ধরে সঞ্চয়ন অমলকে সাথে নিয়ে রওনা দিল গন্তব্যস্থলের উদ্দ্যেশে। তারা ঠিক করেছে অমল গলির আগে থেকে ওকে একা ছেড়ে দেবে। একটা একটা গলি পেরিয়ে সে অবশেষে ৭ নং গলিতে প্রবেশ করল।রাস্তায় তাকে অনেক লোকজনই দেখেছে, স্বাভাবিক কারণ জায়গা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যত রাজ্যের অসামাজিক কাজকর্ম এই গলিতে সংঘটিত হয়,"আমি যদি খুব ভুল না হয়,ওই লোকটাই এসবের দন্ডমুন্ডের কর্তা"—মনে মনে বলল সঞ্চয়ন ।ভাঙ্গা বাড়িতে অবশেষে ঢুকল সে,ঢুকেই একটা ষণ্ডা মতো লোক তাকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার নির্দেশ দিল ।সে বাধ্য ছেলের মতো ওপরে উঠে গেল ।"কী ঘুটঘুটে অন্ধকার রে বাবা!"ওপরে উঠেই দরজা খোলা অবস্থায় একটা ঘর পেল, একটা বাল্ব টিমটিম করে জ্বলছে সেখানে এবং ঘরের মাঝখানের ইজি-চেয়ারে বসে আছেন মনে হয় সেই ব্যক্তি ।"Please take a seat, young man"-বললেন সেই ব্যক্তি ।সেই পরিচিত শীতল কন্ঠস্বর শুনে আবার nervous হয়ে পড়ল সঞ্চয়ন ।সেই ব্যক্তি বলা শুরু করলেন, "Welcome my boy...দেখ তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে,একদম ছোট্ট কিছু কাজ... তাহলেই তোমার ছুটি, আর এটা আমি অনুরোধ নয় আদেশ করছি (হেসে)"।

"কী কাজ"?

"খুন,Murder"।

পায়ের তলর মাটি কেঁপে যাচ্ছে মনে হল সঞ্চয়নের । শেষে এই লোকটার কথায় তাকে কিনা খুন করতে হবে ।

"ডায়েরীটা এনেছো তো"?

"হ্যাঁ, কিন্তু এতে তো কিছু....."

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই লোকটা বলল, "কিছু লেখা নেই তো (হেসে),জানি"।

হঠাৎ গ্লাসে রাখা জলটা সে পুরোটা মাঝখানের একটা পাতায় ঢেলে দিল । সঞ্চয়নকে অবাক করে দিয়ে ধীরে ধীরে একটা লেখা ফুটে উঠল..."13$21^".....

"Ok, এবার তুমি আমার কথা শোনো আজ থেকে তোমার নাম সঞ্চয়ন নয়.....এটা মাথায় ভাল করে ঢুকিয়ে নাও,তোমার নাম আজ থেকে সম্বিত...সম্বিত বসু "।

"মানে !এবার নামও কী আপনার কথায় বদলাতে হবে ?"-হতাশা আর রাগ মিশ্রিত গলায় বলল সঞ্চয়ন

"That's for your safety my boy,আমার কাজটাও এই নামের ওপর দাড়িয়ে আছে। দেখ তোমার visa,নকল আঁধার কার্ড ,ভোটার কার্ড,ID-card সবই তৈরী"।"তুমি এখান থেকে সোজা বাংলাদেশ যাবে ,বাকি instruction তোমাকে ওকে দেব"।"আজকে বিকেলে কলকাতা এয়ারপোর্ট চলে যাও,ওখানে বিকেলে ঢাকা যাওয়ার ফ্লাইট আছে ওটা ধরে বেরিয়ে পড়"।"You may go now"-বলে কথা শেষ করলেন তিনি।সঞ্চয়ন কিচ্ছু না বলে চলেও এল।সে কাউকে কিছু জানালো না,বিকেল বিকেল বেরিয়ে পড়ল বিমানবন্দররের উদ্দ্যেশে ,তাকে মাস্ক পরা একটি লোক একটা ব্যাগ আর প্লেনের টিকিট দিয়ে চলে গেল।ঢাকায় সে পৌঁছল সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ,তার ফোন বেজে উঠল, "এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে তুমি ধুসর রঙের একটা গাড়ি পাবে ওতে ওঠো"।গাড়িতে ওঠা থেকে তার সাথে ড্রাইভারের সারা রাস্তায় কোন কথা হল না।নির্দিষ্ট হোটেলে নামিয়ে গাড়িটা গতির সাথে বেরিয়ে গেল।হোটেলের মুখে একটা লোক আপ্যায়ন করে তাকে তার ঘর দেখিয়ে দিল।"আপনি বিশ্রাম করুন ,খানা আপনাকে পরে দিয়ে যাবে "-বলে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।সে বিশ্রাম নিচ্ছিল ফোন আবার তার বেজে উঠল, "তোমায় যে ব্যাগ দিয়েছে ওখানে কিছু কেমিক্যালস আছে আর একটা আর একটা নোটবুকে সেটা বানানোর procedure আছে,কাজে লেগে পড়ো "।সে তার কাজ শুরু করল।তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে পাঁচটা compound তৈরী করবে আর একটা একটা করে হোটেলের একটা স্টাফ বয় কে দিয়ে পাঠাবে।একে একে সে compound বানাতে

থাকলো,হোটেল রুম হয়ে উঠল তার ছোট্ট ল্যাবরেটরি ।সেখানেই সে বানাতে থাকলো একের পর এক মারণঘাতী রাসায়নিক দ্রব্য।

এরই মধ্যে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম,ঢাকা,মিরপুর,যশোহর প্রত্যেক শহরে সঞ্চয়ন ওরফে সম্বিত নির্দেশমত যাওয়া-আসা করে বেরিয়েছে,খবর এসেছে এইসব শহরে একের পর এক মানুষের মৃত্যু হচ্ছে,প্রত্যেক মৃত্যুর পিছনে কারণ একই বলে বাংলাদেশী পুলিশ প্রশাসন ও গোয়েন্দা বিভাগ সন্দেহ করছে ।"The pattern of the death is same"-বললেন ইন্সপেক্টর হাসিবুল ।"কিন্তু একা আমরা একাজ যে করতে পারবো না,সেটা কী বাংলাদেশ সরকার বুঝছে না,বুঝতে চাইছে না " ? সাব-ইন্সপেক্টর আসিফ বললেন, "খুঁজে খুঁজে নিজেদের দেশে আসা ভারতীয় মুসলমান রাই খুন হচ্ছে"।"জানি আসিফ, তাই আমরা ভারতের সাথেও যোগাযোগ রাখছি,ওদের মনে হচ্ছে ভারত থেকেই কেউ এই operation টা চালাচ্ছে,এবং যে এদের মাথা সে তীব্র মুসলিম-বিরোধী"-বললেন হাসিবুল সাহেব ।দিনের পর দিন খুন বেড়েই চলল,সাথে চলতে থাকলো লোকচক্ষুর আড়ালে রাসায়নিকটির পাচারচক্র।বাংলাদেশে চালু হল জরুরী বব্যস্থা, বন্ধ করে দেওয়া হল সমস্ত বিমানপথ শুধু আমেরিকা ও ভারতগামী কিছু বিমানপথ খুলে রাখা হল।

"I don't know,ভারত করতে কী চাইছে" ?-চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করলেন হাসিবুল

"কেন স্যার" ?

"এটা ওদেরই বুদ্ধি আসিফ, আমেরিকার বিমানটা কেন খুলে রাখতে বলল ওরা,বুঝলাম না ঠিক।ভারতের স্পেশাল ফোর্স বলছে ওদের কাছে প্রমাণ আছে,কালই আসল মাথা ধরা পড়বে"।

১৭ই আগস্ট,সকাল ৮:৩০

বিশেষ বিমানে করে ঢাকা বিমানবন্দরে প্রবেশ করলেন ভারতের তিনজন উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা। দুই দেশের সরকারের তৎপরতায় ঢাকা বিমানবন্দরে এবার ভারতগামী বিমানও বন্ধ করে দেওয়া হল, চালু থাকলো শুধু আমেরিকার বিমান ।

এদিকে সঞ্চয়নের আজ বিমানযাত্রা করার পালা, প্রথমে ভেবেছিল যে যেতে হয়তো হবে না ,কিন্তু আমেরিকা বিমান উড়বে ঠিক সময়তেই, সুতরাং আদেশ পালন করতে যেতেই হবে তাকে ।

সকাল ১০:০০ টা :

এরই মধ্যে আরও একটা মৃত্যু হয়েছে খবর এসেছে।

সকাল ১০:৫০ :

Announcement হয়ে গেছে নিউইয়র্ক যাওয়ার বিমান।একে একে যাত্রীদের ভিড় বাড়ছে।চেকিংও বেশ কড়াকড়ি হচ্ছে।সঞ্চয়ন ওরফে সম্বিতের চেকিং হলে সে বিমানে উঠে বসল।অন্যদিকে কর্মরত অফিসাররা তৈরী তাদের ফোর্স নিয়ে ।বিমানের ভেতরে উঠলেন ভারত থেকে আসা দুই অফিসার সাথে বাংলাদেশের পুলিশ সুপার হাসিবুল,একেবারে সাধারণ যাত্রী সেজে ।সঞ্চয়ন নিজের 5A সিটে বসে পড়ল, ফ্লাইট ছাড়তে এখনও আধঘণ্টা দেরী। সঞ্চয়নের পাশের সিটে এসে বসলেন এক ভারতীয় অফিসার।

"তারপর সঞ্চয়ন আমেরিকায় ভাল চাকরি পেয়েছিস নাকি,একটা পার্টি দরকার ছিল কিন্তু"-বললেন তিনি।

চমকে ঘুরে তাকালো সঞ্চয়ন ।"আরে অমল রে আমি তোরই roommate পার্টির কথা বলতেই এখন অমনি অচেনা হয়ে গেলি"

"আআ আআ আমি সসসসসস সম্বিত,সঞ্চয়ন কে?আমি এই নামের কাউকে চিনি না"-ভীত সন্ত্রস্ত গলায় বলল সঞ্চয়ন।

"ও তাই,তাহলে সঞ্চয়ন নাম বলতেই কেন চমকে গেলেন আপনি সম্বিত বাবু "?

পিছনের সিটে বসা বাকি অফিসাররাও কিচ্ছু বুঝতে পারছিলেন না।

"Arrest that bloody coward,immediately"-বললেন ইন্সপেক্টর অমল।

বাকিরা নিজেদের জায়গা নিতে না নিতেই অমল কে ঠেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করল সঞ্চয়ন ওরফে সম্বিত কিন্তু অমলের গায়ের জোরের কাছে হার মানল সে।অনেক্ষণ মারপিট চলল বটে কিন্তু শেষে সবার কাছে হার মানল সে।সারা বিমানে হইচই পরে গেল।সঞ্চয়নকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল।অনেকগুলো ঘুঁষি খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সঞ্চয়ন।জ্ঞান ফিরতে দেখল চারজন অফিসার তার সামনে বসে ,অন্ধকার একটা ঘর,একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে ।অমল শুরু করল প্রথম, "তারপর বল,নিজে থেকে সব স্বীকার করবি নাকি থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করতে হবে "।

"আমি কিছু জানি না,আমায় একটা লোক ফাঁসিয়ে দিয়েছে,ওই ডায়েরী পাওয়া,.....

"Just shut up,সেই এক গল্প,কেন করলি এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে খেলা,লজ্জা করল না "

"না করল না ,যা করেছি বেশ করেছি।একটা মুসলিমও এই পৃথিবীতে থাকবে না, সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো"।"হ্যাঁ,গল্পটা আমি তৈরী করেছিলাম,কারণ ভারতের মতো ওই show off করা ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশে বিশেষ করে কলকাতায় বসে এ কাজ হতো না। আর আমি দেখলাম যদি এইসমস্ত দেশ গুলোকেই আগে টার্গেট করি তাহলে মনের অন্তঃ শান্তি আসবে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো ভিখারী দেশের মধ্যে exposure কম তাই কদিন আমেরিকায় যেতাম, গা ঢাকাও দেওয়া হতো, Pattern তাও কেউ বুঝতে না।

"কিন্তু একটা ভুল তুই করে ফেলেছিস, ডায়েরীটা ফেলে চলে এলি।তাতে লেখা ছিল 13$21... যার অর্থ দাঁড়ায় 13 মানে ১৩ই আগস্ট, $ মানে আমেরিকার currency মানে আমেরিকা আর 21 মানে ২১ নং ফ্লাইট. একটাই বিমান যায় ওখানে।বুঝতে অসুবিধা হল না কোনো"-অমলের মুখে বিজয়সূচক ভাবে এইসব কথা বেরোলো।

"তোরা কী ভাবছিস আমায় ধরে জিতে যাবি (হেসে),না রে বোকা অলিতে-গলিতে এরকম কত সঞ্চয়ন সম্বিত সেজে আছে তোরা কতজনকে মারবি কতজনকে ধরবি"- তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সঞ্চয়ন ।

"যার দাদু রবীন্দ্রনাথের সাথে ওঠাবসা করেছে,ধর্ম-জাত নয় মানুষ কে সাথে নিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে তুই সেই বাড়ির ছেলে হয়ে ছিঃ ছিঃ"

" 9 /11 হওয়ার সময় কোথায় ছিল ধর্ম ,কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতদের মারার সময় কোথায় ছিল মানুষ,তার এই ঠুনকো ধর্ম ?ওরা যদি মারতে পারে আমি বা মারা নয় কেন।আমি নাহয় আজ ধরা পরে গেলাম কিন্তু গলিতে গলিতে এরকম আরও সঞ্চয়ন সম্বিত নাম নিয়ে জেগে উঠবে, একটা 9/11 এর বদলা নেবে সমূলে উৎপাত করবে ওদের"-

বলতে বলতে অমলের পকেট থেকে বন্দুকটা বার করে নিজের মাথায় তাক করে দুবার ট্রিগার টা চালিয়ে দিল সঞ্চয়ন,লুটিয়ে পড়ল মাটিতে,চারিদিক রক্তে ভেসে গেল।চোখে জল এল অমলের,এতদিনের বন্ধুত্বের এইভাবে সমাপ্তি হবে ভাবেনি সে কোনোদিন।মৃত্যুর সাথে সাথে নিয়ে চলে গেল অনেক রহস্য,আবার অমলকে হারিয়ে দিল সে। কিন্তু ওই ডায়েরী কেন তার সব পাতা সাদা,কিসের ওই ভয়ানক চিহ্ন ,তবে কী ওটা এদের কোন গ্যাং ,মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরী করা কেন,মানুষেরই হাড় দিয়ে তাতে খোদাই করা কেন ৩১২ ,সংখ্যার তাৎপর্য কী ?সঞ্চয়নের সাথে চলে গেল এইসব রহস্য ।কিন্তু ভারতে প্রতিনিয়ত যে এই ধর্মবিরোধী

সংগঠন তৈরী হচ্ছে এ কী থামবে না কোনোদিন।মানুষ কী কোনোদিন বুঝবে না ধর্ম দিয়ে মানুষের চরিত্র বোঝা যায় না,"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"... এটা কী শুধু কবিতার একটা লাইনেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

Soham Ghosh
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

Ankush Ghosh (Photography)
Bachelor of Pharmacy
4th Year, 7th Semester

Nilasis Ghosh (Drawing)
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

Arpan Bandhu (Drawing)
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

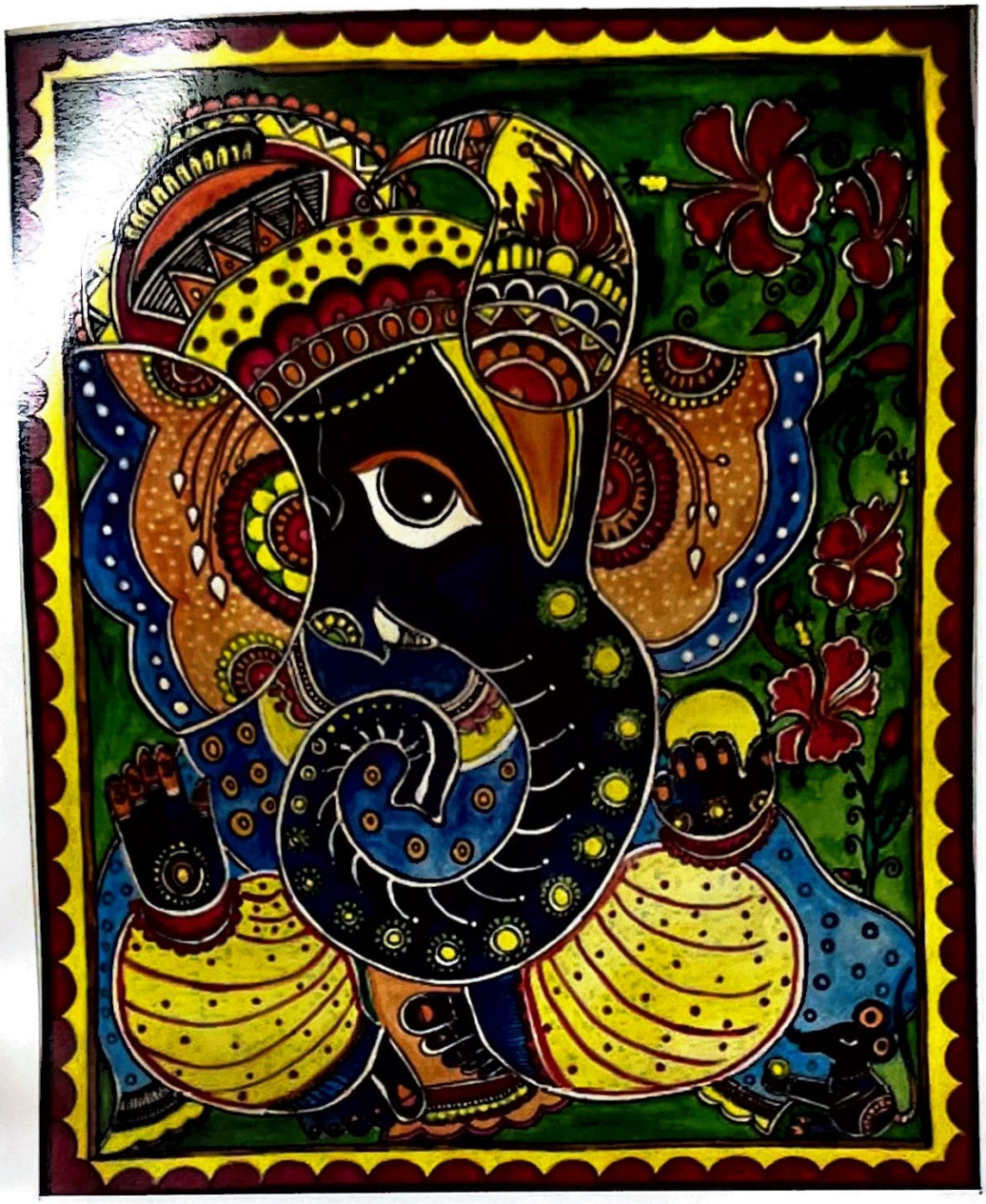

Utsav Das (Drawing)
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

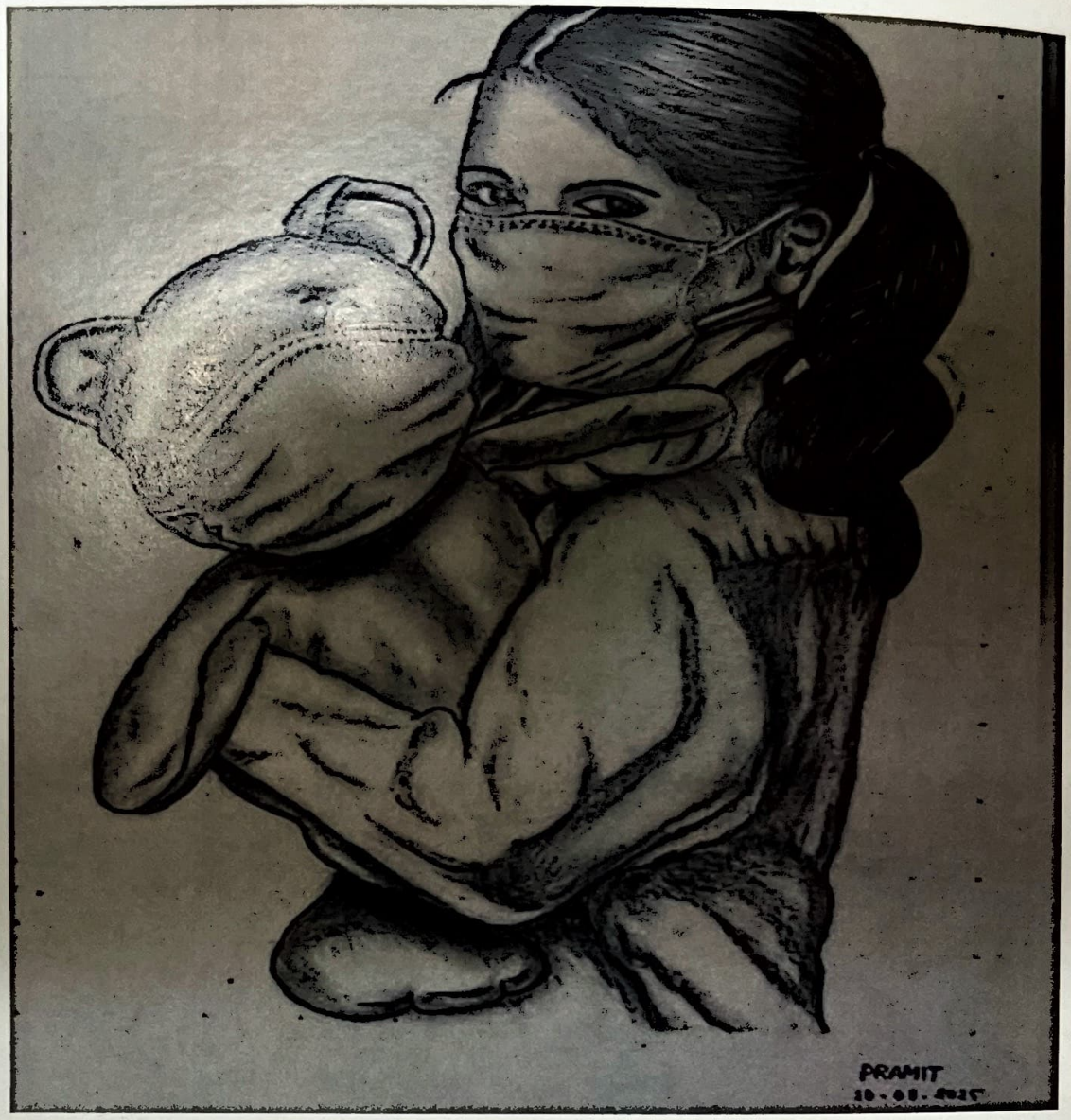

Pramit Ghorai (Drawing)
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

Dipal Paul (Photography)
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

Gourabjit Pal (Drawing)
Bachelor of Pharmacy
2rd Year, 3rd Semester

"Thanks, and lots of love to every participant those who have submitted their work of art"

Wish you best of luck

Pharmag
BST Magazine Committee

Mr. Sougata Mallick
Dr. Paramita Dey
Dr. Atanu Chatterjee

We will prepare once again for 'Volume 15' next year 2026, till then prepare your art and be patience...

.....THE END.....